ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
Social Control

[শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য]
[Various methods of social control in educational institutions and their bearing on education] :

রুশো তাঁর 'Social Contract' গ্রন্থে বলেছেন, "Man is born free and eveywhere he is in chains" অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন হলেও সমাজে নানাভাবে শৃঙ্খলিত। সমাজে মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তি সুখলাভ। এই সুখলাভের জন্য অনিয়ন্ত্রিত আচরণের স্বাধীনতা নয়, প্রয়োজন হয় নিয়ন্ত্রিত আচরণ। সমাজের স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব এবং সুসংহত কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রিত আচরণ। সমাজের ব্যক্তিবর্গের উপর সমাজ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজের এবং ব্যক্তির স্বার্থে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত E. A. Ross-এর Social Control গ্রন্থে প্রথম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা প্রকাশিত হয়। সমাজের উন্নতি ও বিকাশের স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিক একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে থাকে। মানুষের মধ্যে যে সহমর্মিতা, সামাজিকতা এবং যুক্তিগ্রাহ্যতা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলি থাকে সেগুলি যথাযথ সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

সমাজে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বার্থচেতনা থাকে তার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, তা না হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কিছু পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এই সমস্ত পন্থা-পদ্ধতির সমষ্টিকে বলা হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হ'ল বিশেষ একটি উপায় বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি সংরক্ষিত হয়।

সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখার জন্য সমাজের নাগরিকদের মধ্যে সমন্বয়, সংহতি ও শৃঙ্খলা অপরিহার্য। সকলের সুস্থ-সুষ্ঠু সমাজজীবন যাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণ বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে হবে এবং তার জন্য কতকগুলি নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অতি আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের নাগরিকদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধিসমূহ যা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক

Scanned with CamScanner

রক্ষা করে। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি স্বীকৃত আচরণ পদ্ধতি বলবৎ থাকে। সমাজে কল্যান ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আচরণ বিধি ও নিয়মনীতির গুরুত্ব অপরিসী এগুলির মধ্যে দিয়েই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজকে বিশৃঙ্খল হাত থেকে মুক্ত রাখে। সুতরাং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষার জন্য যে সমস্ত উপা বা ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই নীতি ও মূল্য বোধকে সঞ্চারিত ক হয় তাকেই বলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি পদ্ধতি বা উপায়কে বোঝায়। এ সমস্ত বিধি নিয়মের মধ্যেমে সমাজে একটি আদর্শ ও মান বজায় থাকে। অধ্যাপ R.M. McIver and C. H. Page-এর মতে "By social control is meant th way in which the entire social order coheres... how it operates as whole, as a changing equilibrium." অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হ'ল এমন এক উপায় যার মাধ্যমে কোন গোষ্ঠী সঙ্গতিপূর্ণভাবে ও সামগ্রিকভাবে কর্মসম্পাদন ক ও পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বজায় রাখে।

সমাজের সামগ্রিক কল্যানের জন্য সদস্যদের উপর সমাজ যে প্রভাব বিস্তার ক তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষ করা সম্ভব হয়। সমাজের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হল ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণকে সংয ক'রে সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি :

বিভিন্ন পদ্ধতি বা পন্থার মধ্যে দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। তবে বিভি সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমস্ত পদ্ধতি কার্যকর হয় না সমানভাবে। যে সমাজে গতানুগতিক জীবনধারা রয়েছে, সেখানে অ-বিধিবদ্ধ মাধ্যমগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্র সাহায্য করে। তবে আধুনিককালের সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবো রীতিনীতি প্রথা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলস্বরূপ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে।

আধুনিক যুগে অ-বিধিবদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তে যে বিধিবদ্ধ (Formal) সামাজি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে অর্থবহ এবং কার্যকর। অর্থ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় — অ-বিধিবদ্ধ (Informa এবং বিধিবদ্ধ (Formal)।

অ-বিধিবদ্ধ মাধ্যমগুলি হল :

১) বিভিন্ন আদর্শ।

Scanned with CamScanner

২) বিশ্বাস।
৩) সামাজিক প্রথা।
৪) লোকাচার।
৫) ধর্ম।
৬) শিল্প সাহিত্য।
৮) জনমত।

১) বিভিন্ন আদর্শ (Ideologies) :

প্রত্যেক সমাজেই কিছু কিছু মতাদর্শ বা মতবাদ প্রচলিত থাকে। সমাজজীবনের উপর ঐ সকল মতাদর্শের গভীর প্রভাব পড়ে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মতাদর্শ হল একটি কার্যকরী মাধ্যম। যেমন— ভারতবর্ষে গান্ধীবাদ অথবা হিটলারের আমলে জার্মানরা যেমন নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে গণ্য করত। মতাদর্শের মাধ্যমে নাগরিকদের যেমন কর্মে উৎসাহিত করা যায় তেমনি মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতেও অনুপ্রেরণা যোগায়। বিভিন্ন সমাজের মনীষীদের বাণী এবং আদর্শকে, সমাজের মূল্যবোধ ও নীতিকে প্রভাবিত করতে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

২) বিশ্বাস (Belief) :

সমাজের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস গড়ে ওঠে যা ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণ জীবনযাত্রা সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করে। এই সমস্ত বিশ্বাস মানুষকে বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে অথবা কর্মে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে মানুষ বিশ্বাসের বশবর্তী হয় অর্থাৎ কোন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয় না এবং পারস্পরিক সম্পর্ককেও বিশ্বাস প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস অতি মাত্রায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৩) সামাজিক প্রথা (Customs) :

প্রত্যেক সমাজের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি এবং যে সমস্ত আচরণবিধি থাকে তাদের প্রথা বলা হয়। এই প্রথা কোন সংস্থা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা হয় না। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে এগুলিকে মেনে আসা হচ্ছে। সুতরাং এই প্রথাগুলি মেনে চলা সমাজের মানুষদের অভ্যাসগত ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যপূর্ণ এই সমস্ত প্রথাকে সাধারণতঃ বাধ্যতামূলকভাবেই মানুষ মেনে চলে। কারণ সমাজজীবনে সামঞ্জস্য আনয়ন করতে, সংহতি রক্ষা করতে এবং মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তাকে প্রথার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। **তবে, বর্তমানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে প্রথার গুরুত্ব কিছু মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।**

Scanned with CamScanner

৪) লোকাচার ও লোকনীতি (Folkways and Mores) :

সমাজে আচার-আচরণের স্বীকৃত রীতিকে লোকাচার বলা হয়। যে সমস্ত লোকাচার গোষ্ঠী জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজের কল্যাণে অপরিহার্য, সেগুলিকে লোকনীতি বলা হয়। লোকাচার বলতে বোঝায় সেই সমস্ত ব্যবহার বিধি বা আচরণ বিধি যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা সুস্থ সমাজজীবনের উপযোগী। অধ্যাপক McIver and Page এর মতে, লোকাচার হ'ল সমাজের অনুমোদিত ও স্বীকৃত আচরণ। লোকাচার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেজন্য সাধারণতঃ গোষ্ঠীর কোন সদস্য সহসা লোকাচারকে লঙঘন করে না।

লোকনীতির সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের মান অথবা সমাজকল্যাণের আদর্শ সংযুক্ত থাকে। লোকনীতির সঙ্গে নৈতিক মূল্যমান সংযুক্ত। সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে লোকনীতির সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং এর বিরোধীতা সমাজে স্বীকৃত হয় না। সমাজের ব্যক্তিদের আচার আচরণকে লোকনীতি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

অতএব লোকনীতি হল সামাজিক নিয়ন্ত্রনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। সামাজিক মূল্যবোধের সংরক্ষণই হল লোকনীতির উদ্দেশ্য।

৫) ধর্ম (Religion) :

ধর্ম হল অতিমানবীয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস বা বোধ। ধর্মীয় চেতনা, মানুষের সাথে ঈশ্বরের এক ধরণের সম্পর্ক। সুতরাং এই সম্পর্কের সাথে যুক্ত আচরণ হল ধর্মীয় আচরণ। সমাজে ধর্মবোধের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রকমের নৈতিক অনুশাসন ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের মানুষের আচার-আচরণকে সংযত করে, নৈতিক মানকে উন্নত করে এবং সৎ পথে পরিচালিত করে।

ধর্ম মানুষের কর্ম ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে কিছু নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্যবোধের সৃষ্টি হয়। এই ধর্মবোধই ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থ ও সভ্য সামাজিক জীবনে ধর্মের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে সমাজে মানুষের মধ্যে চিন্তায়, চেতনায় ও কাজে কর্মে ঐক্য ও সমতা বজায় থাকে। ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ় করে, সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, এবং ব্যক্তির মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে। সুতরাং ধর্ম হল সামাজিক নিয়ামক। আধুনিক সমাজেও ধর্মের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও, সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

৬) শিল্প-সাহিত্য (Art and Literature) :

সাধারণভাবে শিল্প বলতে যা বোঝায় তা হল সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি। অপরদিকে সাহিত্য বলতে সংকীর্ণ অর্থে বোঝায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি। সমসাময়িক শিল্পকলা ও সাহিত্য সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পকে সভ্যতার ধারক ও বাহক বলা হয়। জাতীয় জীবনে শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত মানুষের মনে যেমন দৃঢ়তা ও প্রত্যয় জাগায়, সুন্দর ধ্রুপদী নৃত্যকলা নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্ববোধ জাগিয়ে তোলে। ভাস্কর্য ও চিত্রকলা মানুষের মনে বিচিত্র ভাব, চিন্তাভাবনা ও আবেগ সৃষ্টি করে।

সমাজের ব্যক্তিবর্গের মনোজগতের উপর সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। উত্তম সাহিত্যের প্রভাব যেমন কল্যাণকর হয়ে থাকে, নিম্নমানের উপন্যাস ও সাহিত্য কর্ম মানুষের বিকৃত রুচি ও মানসিকতারও সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বলা যায় শিল্প এবং সাহিত্য এই দুয়েরই সামাজিক নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৭) জনমত (Public Opinion) :

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে জনমত এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এটি মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। সকল মানুষই সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং সাধুবাদ কামনা করে। সেজন্য সমালোচনার ভয়ে মানুষ সাধারণতঃ অসামাজিক বা অনৈতিক কাজকর্ম করে না। তবে যেখানে সমাজজীবন অত্যন্ত সহজ ও সরল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে এই জনমত অত্যন্ত কার্যকরী ও সংগঠিত। গ্রামাঞ্চলের জনসম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সেজন্য সেখানে গ্রামবাসীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে উপেক্ষা করা অসম্ভব। আবার শহরে যেখানে মানুষের মধ্যে অতঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান নয়, সেখানে খুব সহজে জনমত গঠন বা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সহজে হতে পারে না। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণ চাল-চলন জনমতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে, উপরিউক্ত উপাদানগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিবর্গের জীবন ও আচরণ এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এই সকল উপাদানের নিয়ামকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই উপাদানের সাহায্যে সমাজের মানুষকে সুসংগঠিত করে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ কর্ম থেকে দূরে রাখা যায়।

Scanned with CamScanner